যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিবর্তন হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

আবারও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিবর্তন হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের শেষের দিকে অধ্যাদেশ জারি করে বিদ্যমান আইনের সংশোধনী আনা হয়েছিল। এ অধ্যাদেশটিকে নতুন সরকার অনুমোদন না করায় তা বাতিল হয়ে যায়। তবে বিদ্যমান আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে আরও যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত

পরিবর্তন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

পরিবর্তন : আইন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে আইনের বেশ কিছু ধারা সংশোধনসহ বিদ্যমান আইনকে আরও সমৃদ্ধ করা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার।

রোববার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যানের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে এ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানায়। উচ্চ শিক্ষার মান সমুন্নত করতে এবং শিক্ষা বাণিজ্য রোধে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে বিদ্যমান আইনের সংযোজন ও বিয়োজন করা হবে।

নতুন আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন এবং সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া, উপাচার্যের অভিজ্ঞতা, টিউশন ফি যৌক্তিকীকরণ, শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বেতন ও সম্মানী নির্ধারণ, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হবে বলে জানান ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে সরকার ও ইউজিসি একইভাবে চিন্তাভাবনা করছে। নতুন শিক্ষানীতিতেও এর কিছু দিকনির্দেশনা থাকবে। বিশেষ করে ভিসিদের যোগ্যতাসহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা চলছে। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার উদ্ধৃতি দিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, ভিসিদের অভিজ্ঞতা কম করে ২০ বছর হওয়া উচিত। বর্তমান আইনে যাই থাকুক না কেন আগামী দিনে এটিকে বাড়ানো হবে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশটি অনুমোদিত না হওয়ায় আগের আইনেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হবে। সে আইনের যথাযথ প্রয়োগের বিষয়টিকে এখন থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। আইনের বাইরে কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোন পদক্ষেপ নিলে বা বিদ্যমান আইন অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিদ্যমান আইনে যা রয়েছে

১৯৯২ সালের সংশোধিত আইন দ্বারা বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে। এতে সর্বময় ক্ষমতা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। পরিচালনা পরিষদ যথেচ্ছভাবে আইনটির অপপ্রয়োগ করছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ধারণ ও অনিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে সরকারের কাছে। তদন্তে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশে যা ছিল

অর্ধশতাধিক ধারা-উপধারা সংবলিত নতুন অধ্যাদেশে উপাচার্যের ক্ষমতা ও এখতিয়ার বৃদ্ধি, শুওকালীন শিক্ষকতায় সুনির্দিষ্ট বিধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসের পরিধিসহ নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা বর্তমানে যেভাবে ক্ষমতাহীন ঠুঁটো জগন্নাথের মতো হয়েছেন তার অবসান করা হয়েছে অধ্যাদেশে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস ও মুদ্রণশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলেও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপিত এবং পরে অনুমোদিত অধ্যাদেশে আউটার ক্যাম্পাস ও মুদ্রণশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রাখার বিধান রাখা হয়।